অনুবাদকাল : ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৯৫৯

অনুবাদগ্রন্থসত্ব : সরোজলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ : মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

ব্লক ও প্রচ্ছদ মুদ্রণ : দাশগুপ্ত এ্যাণ্ড কোং
১৫ মহেন্দ্র সরকার স্ট্রীট, কলকাতা ১২

নান্দীমুখ সংসদের পক্ষে নমিতা চৌধুরী কর্তৃক ৪/৮ শহিদনগর কলকাতা ৩১
থেকে প্রকাশিত ও সরযূ প্রেস ৬১ সূর্য সেন স্ট্রীট কলকাতা ৯ থেকে মুদ্রিত

# অনুবাদ প্রসঙ্গে

ব্রেশ্‌ট্‌-অনুবাদের সময় নিজের অক্ষমতার কথা মনে হয়েছে। অক্ষমতার প্রধান কারণ মনে হয়েছে, যে বলিষ্ঠ চরিত্র ব্রেশ্‌ট্‌-অনুবাদকের হওয়া উচিত, সে চরিত্র আমার নেই। ভাষা ও আঙ্গিকের দিক থেকেও আমার দুর্বলতা সম্পর্কে আমার পীড়া আছে। অনুবাদের কাজ করতে গিয়ে দেখেছি, কল্পনার সঙ্গে ভাষার এবং অন্যের ভাষার সঙ্গে নিজের ভাষার কী অতৃপ্তিকর যুদ্ধ চলছে, এবং তাতে করে আমার মনে হয়েছে, প্রার্থিত সাফল্য থেকে আমি হয়ত বেশ দূরেই আছি। বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ, বিশেষ করে কালাচাঁদ চৌধুরী যে যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করে পাণ্ডুলিপিটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েছেন, এবং আমাকে নানারকমের পরামর্শ দিয়েছেন, সে অনুসারেও দুর্বলতাগুলি আমি প্রয়োজন মত কাটিয়ে উঠতে পারিনি। অনুবাদটি করা ১৯৬৯ সালের গোড়ার দিকে এবং তা ১৯৭৩ সালে 'নান্দীমুখ' সাহিত্য পত্রে প্রকাশিত হয়। কিছু কিছু শব্দপরিবর্তন ও পংক্তিপরিবর্তন ছাড়া বড় কোনো রকমের পরিবর্তন ইতিমধ্যে নানাকারণে করা যায়নি। জার্মান ভাষার অজ্ঞতাও ছিল আমার কাছে বড় বাধা। ভাসান্তরণে ভাষান্তরণে মূলের অনেক কিছুই হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু এসব অসুবিধা সত্ত্বেও, অনুবাদটি আমি শেষ পর্যন্ত না করে পারিনি এই ভেবে যে, আমাদের ক্ষয়ে-যাওয়া জীবনে ও ঢ'লে-পড়া সাহিত্যবোধে বলিষ্ঠ কমিউনিষ্ট সাহিত্যের অনুবাদও হয়ত কিছু বলিষ্ঠ রক্ত সঞ্চার করতে পারে। ইদানীং ব্রেশ্‌ট্‌-রূপান্তরণের কাজ বাংলাভাষায় নানাভাবে হচ্ছে। অভিনয়ের কুশলতা, ভাষার দক্ষতা, জার্মানি ভাষা ও ব্রেশ্‌ট্‌ সম্পর্কে পাণ্ডিত্য প্রভৃতি অনেক কিছুই হয়ত আমাদের মধ্যে কোনো কোনো লোকের আছে। এ সবই বাঞ্ছিত। কিন্তু ওয়াকিবহাল মহল জানেন, যে ক্ষয় তথাকথিত প্রগতিশীল সহ প্রায় সমস্ত বুদ্ধিজীবীকেই আজ গ্রাস করছে, তার থেকে বেরিয়ে আসার ক্ষমতা অনেকের ভেতরেই তেমন দেখা যাচ্ছে না। সুতরাং শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে চেয়ে বা শুধু শুধু ভঙ্গি দিয়ে

চোখ ভোলাতে চেয়ে মূল দুর্বলতা চাপা দেওয়া যাবে না। আমরা অবিশ্যি সুনিশ্চিতভাবে জানি, যে শ্রমিকশ্রেণীর যুগ আমাদের হতভাগ্য দেশেও আসছে, এবং সে যুগ সম্ভবত খুব দূরেরও নয়, সে যুগে বলিষ্ঠ কমিউনিষ্ট সাহিত্যের রচনা ও বলিষ্ঠ কমিউনিষ্ট সাহিত্যের অনুবাদ দুই-ই অধিকতর সাফল্যের সঙ্গে অগ্রসর হতে পারবে।

সরোজলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

## দৃশ্য ১

### শবযাত্রা

প্রবল কোলাহল

ঘোষক

নগরবাসীরা শোন, মহামান্য লুকুল্লুস মৃত,
একদিন প্রাচ্যভূমি জয় করেছেন,
উন্মূলিত করেছেন সপ্তনৃপতিকে,
ভরেছেন ধনেরত্নে রোম নগরীকে,
সেই সেনাপতিবীর, বিজয়ী মানুষ আর নেই,
আমাদের মাঝ থেকে করেছেন মহাপ্রয়াণ।

সৈন্যবাহিত তাঁর শবাধার, — তার
আগে যান প্রবল প্রতাপান্বিত রোমনগরীর
গণ্যমান্য জন,
আচ্ছাদিত মুখ,
পার্শ্বে তাঁর দার্শনিক, ভাষ্যকার, যুদ্ধের ঘোটক।

কফিনবাহি সৈনিকদের গান

শক্ত করে ধর ওঁকে, তুলে ধর কাঁধে উঁচু করে
দেখ, যাতে শতসহস্রচোখের
সামনে না করেন উনি টলমল ;
কারণ এখন ঐ পূর্বদেশবিজয়ী মানুষ
ছায়ার আশ্রয়ে আজ করবেন নিজেকে অর্পণ।

সাবধান, খোঁড়াবে না, হোঁচট খাবে না
মাংস অস্থি ধাতু যা বইছ
শাসন করেছে এই পৃথিবী এককালে।

ঘোষক

পিছনে টানছে ওরা কী বিপুল চালচিত্র পাথরের গড়া,
তাতে তাঁর কীর্তিকর্ম অলঙ্কৃত এবং তা স্থাপিত হবে
সমুন্নত সমাধির পাথরের গায়ে।
আরো একটিবার
সমগ্র জনতা করে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন তাঁর
জয়-অভিযান-পূর্ণ জীবনী প্রবাহে,
মনের পর্দায় ভাসে যত দেখেছিল তারা পূর্বতন বিজয়-মিছিল।

কণ্ঠসমূহ

স্মরণ করো শক্তিময় অজেয় বীর্যকে
স্মরণ করো এশিয়াজোড়া মরণ-বিভীষিকা
রোমের প্রিয়, ঈশ্বরের স্নেহভাজন ওঁকে
রোমের পথে স্বর্ণরথে এলেন যিনি ব'য়ে
কৌতূহলজাগানো প্রাণী কত
এলেন ব'য়ে উষ্ট্র, হাতী, ব্যাঘ্র, চিতা, রাজন্য ভিনদেশী
এবং তার ভর্তি যান বন্দী নারীময়
বোঝাই গাড়ী সরঞ্জামে শব্দ ক'রে চলে
তামার মূর্তি এতই বেশি যেন করিন্থ-ভরা
জাহাজ, ছবি, হাতীর দাঁতের কারুকর্মজোড়া
বস্তু কত! সাগর যেন গর্জমান চলে
উছলে পড়া জনস্রোতের মুখ
আনল ওরা ব'য়ে কতই চিত্রবিচিত্রিত—
স্রোতের মুখে! স্মরণ করো দৃপ্ত স্মরণীয়!
শিশুর তরে করো স্মরণ মুদ্রা ছড়ালেন
স্মরণ করো মদ
সসেজ এবং মদ

বিলিয়ে তিনি এলেন পথে, অমল স্বর্ণরথ
অজেয় তাঁর শক্তি বিচ্ছুরণ
এশিয়াজোড়া কী সন্ত্রাস মরণবিভীষণ—
রোমের প্রিয়, ঈশ্বরের স্নেহভাজনজন।

চালচিত্রবহনকারী ক্রীতদাসদের গান

সামলে ভাই, হোঁচট খাবে না
চালচিত্র বইছ যারা ভারি হাতে মিছিল উড়িয়ে
সামলে চলো, সামলে চলো ভাই,
যদিও ঝরছে ঘাম চোখের পাতায়
হাত রাখো পাথরের গায়
দিও না তা ফেলে,
চালচিত্র চূর্ণ হবে, পাথর গুড়োবে ধূলিতলে।

প্রথম বালিকা

দেখ, দেখ কী লাল পালক!

দ্বিতীয় বালিকা

দেখ চেয়ে, বাঁকা চোখে চায়!

প্রথম বণিক

দলে দলে সংসদসভ্যেরা!

দ্বিতীয় বণিক

দর্জিরাও মেলা!

প্রথম বণিক

কেন আসবে না?
এমন কি ভারতেও
ঢুকেছেন প্রবল বিক্রমে।

দ্বিতীয় বণিক

কিন্তু শেষ
বহুদিন আগে
বলতে হল, ক্ষমা ক'রো ভাই।

প্রথম বণিক

পম্পি থেকে বড়
উনি নইলে শেষ হত রোম
কী বিপুল আশ্চর্য বিজয়।

দ্বিতীয় বণিক

আসলে তা ভাগ্যগুণে।

প্রথম স্ত্রীলোক

আমার রিয়াজ গেল এশিয়ায় মরে
এসব হুজুগে সে তো আসবে না ফিরে।

প্রথম বণিক

ধন্যবাদ ওঁকে
বহুলোক পয়সা কামিয়েছে।

দ্বিতীয় স্ত্রীলোক

আমার ভাইপোটি তো ফিরল না আর।

প্রথম বণিক

কী ফল তুলেছে রোম আজ
কীর্তি আর যশে
সবাই তা জানে
ধন্যবাদ, ধন্যবাদ ওঁকে।

প্রথম স্ত্রীলোক

মিথ্যা কথা, মিথ্যা কথা সব।
মিথ্যা কথা না বললে দিত না
কেউ-ই সে ফাঁদে পা।

প্রথম বণিক

শৌর্যবীর্য যাচ্ছে ঝরে হায়!

প্রথম মজদুর

কখন রেহাই পাব বাপু,
মিথ্যা ঐ গালগল্প থেকে?

দ্বিতীয় মজহুর

কাপাডোসিয়ার
তিন লিজিয়ন সেনা
একটিও ফেরেনি
ওখানের গল্প বলতে।

জনৈক গাড়োয়ান

পথ খোলা আছে?

দ্বিতীয় স্ত্রীলোক

না, পথ আটকা।

প্রথম মজহুর

যতক্ষণ গোর'দেব সেনাপতিদের
ততক্ষণ ধৈর্য ধরবে গোরুর-গাড়িরা।

দ্বিতীয় স্ত্রীলোক

জজের সামনে টেনে
নিয়ে গেল পালচারকে আমার,
খাজনা ছিল বাকি।

প্রথম বণিক

উনি নইলে বলা যায় আজ
আমাদের হত না এশিয়া।

প্রথম স্ত্রীলোক

টিউনি মাছ লাফ দিল দামে?
লাফ দিল ফের?

দ্বিতীয় স্ত্রীলোক

পনির-মাখনও!

জনকোলাহল বেড়ে চলে

ঘোষক

বিজয়-তোরণ-মুখে
ঢোকে ঐ
মহান ছেলের জন্যে

যে-তোরণ বানাল নগরী
নারীরা ধরেছে তুলে শিশুদের, আর
অশ্বারোহী
চাপ দেয় দর্শকের ভিড়ে
…শূন্য খাঁ খাঁ মিছিলের পেছনের পট
সর্বশেষবারের মতন
লুকুল্লুস ভাঙলেন পথ।

জনকোলাহল ও সৈনিকদের জুতোর আওয়াজ মিলিয়ে যায়

## দৃশ্য ২

### ঘোষক

মিছিল মিলিয়ে গেল। রাস্তা
আবার পূর্ণ ভিড়ে। রুদ্ধ গলিছেড়ে
হাঁকাল গোরুর গাড়ি গাড়োয়ান। জনতা ফিরল স্ব স্ব প্রয়োজনে
বকতে বকতে ; ব্যস্ত রোম
আবার কাজের মধ্যে ডোবে।

## দৃশ্য ৩

## পাঠ্যপুস্তকের কথা

### শিশুদের মিলিত কণ্ঠ

পাঠ্যপুস্তকে লেখা নাম
বড় বড় সেনাপতিদের,
তাঁদের সমান হতে চাইবে যারা
যুদ্ধের কাহিনী কর মুখস্থ কণ্ঠস্থ
আশ্চর্য জীবনী পড় মন দিয়ে।
তাঁদের সমান হওয়া
জনসাধারণ থেকে উঁচু হওয়া
আমাদের কাজ। একদিন নগরী
অমরতা-ফলকের গায়ে লিখবে আমাদের নাম।
সেক্সটাস করেছে জয় পণ্টাস
আর, তুমি ফ্লাক্কাস জয় করো গলেদের কয়েকটি অঞ্চল
কিন্তু কুইণ্টিলিয়ন হবে, তোমাকে পেরুতে
আল্পসের বিশাল পাহাড়।

দৃশ্য ৪

কবর

ঘোষক

বাইরে এপ্‌পিয়ান পথের ওপরে
ছোট্ট একটি ছাউনি আছে
মৃত্যুতে আশ্রয় দেবে মহামানবেরে
দশবছর আগে
নির্মিত তা তাই।
আগে আগে
চালচিত্র বয়ে নিয়ে এল যারা, সেই ক্রীতদাস,
নামলো ভিতরে তার,
গোলাকৃতি লতাকুঞ্জঘেরা সেই ঘর
গ্রহণ করল সাথে সাথে।

শূণ্যকণ্ঠ

থামো সৈনিকেরা!

ঘোষক

দেয়ালের পার থেকে স্বর আসে
এখানে আদেশ দেয় একমাত্র স্বর।

শূণ্যকণ্ঠ

নামাও কফিন
বাহিত হবেনা কোন জন
দেয়ালের পারে।
দেয়ালের পারে
প্রতিটি মানুষ যাবে একা।

ঘোষক

সৈনিকেরা রাখল কফিন

সেনাপতি

দাঁড়ান, একটু অনিশ্চিত,
দার্শনিক তাঁর

পা বাড়ান, মনে যাবেন তখি যেন
জ্ঞানের করাত ঠোঁটে খাটা,
এমনি কালে—

শূণ্যকণ্ঠ

ফেরো দার্শনিক।
দেয়ালের পায়ে
তোমার মতন কোন তার্কিকের পাত্তা মিলবে না।

ঘোষক

এখানে আদেশ দেয় যেই স্বর
বলে যেই কথা
আপত্তি জানাতে অমনি অগ্রসর উকিলসাহেব।

শূণ্যকণ্ঠ

না-মঞ্জুর প্রার্থনা তোমার।

ঘোষক

আদেশকারীর স্বর বলে ওঠে হেঁকে,
তারপর সেনানায়কের
উদ্দেশ্যে সে বলে :

শূণ্যকণ্ঠ

দরজাপথে পা বাড়াও।

ঘোষক

ছোট্ট তোরণপথে যান তিনি
সেনাধিনায়ক
ক্ষণিক দাঁড়ান, আর
দেখে নেন নিজেকে একবার
সেনাদের দেখে নেন ভারি চোখ মেলে

স্থির ভারি চোখে

দেখে নেন ক্রীতদাসদের
ভাস্কর্যে খোদাই করা চালচিত্র বয়ে আনে যারা
সবুজের সর্বশেষ স্মৃতি
লতাকুঞ্জ পড়ে স্থির চোখে
পা সরেনা, দাঁড়িয়ে পড়েন সেনাপতি।
চাঁদনীমণ্ডপ খোলা, খোলামেলা, বাতাসের শ্বাস
উঠে আসে রাস্তা থেকে নিচে।

বাতাসের শব্দ শোনা যায়।

শূণ্যকণ্ঠ

শিরস্ত্রাণ খুলে নাও, তোরণের দ্বার খুব নিচু।

ঘোষক

জমকালো উষ্ণীষ তাঁর খুলে নেন তিনি
সর্বজয়ী সেনাধিনায়ক
পা বাড়ান অবনতশিরে
স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে অন্যদিকে সৈনিকেরা হাঁটে
সৈনিকজনতা হাঁটে ঝকমকে আনন্দমুখর
কবরভূমিকে পিছে ফেলে।

## দৃশ্য ৫

### বেঁচে যাওয়াদের ঘরে ফেরা

### সৈনিকদের মিলিত কণ্ঠ

চলি লাকাল্সেস।
আমরা ছাড়া পেয়েছি এখন,
বুড়ো ধাড়ী
মড়ার ভাগাড় থেকে
তাড়ির গেলাসে চোঁচা দৌড় ;
নামডাকে কি আর ফয়দা ?
আজ চাই বাঁচা !
এই, সাথে কে আসতে চাও ?
জাহাজখানার কোলে মদ আর গান।
তুমি বাপু পা ফেলো নি ঠিক
আমি যাব সাথে।
কে শুধবে বিল তাও করে নিও ঠিক।
কারা ঐ কেটে নেয় ছক ?
দাঁত তুলে হাসো ওর দিকে
এইবার আমি দাদা,
গো-বাজারে ছুট—
কৃষ্ণকলি পাচিমণি আছে ?
এই, এই আসছি সব্বাই।
উঁহু, উঁহু বেশি হলে ঝামেলা।
তা হলে কুকুরদৌড়ে যাব,
কুকুরদৌড়ে লাগে পয়সা মশাই।
লাগে না অবিশ্যি যদি চেনা থাকে কেউ।
আমি আসছি ভাই।
খুল্ যাও, খুল্ যাও জওয়ান
চল কদম, জোর কদম।

## দৃশ্য ৬
## সম্বর্ধনা

**শূণ্যকণ্ঠ ছায়ারাজ্যের দারোয়ানের কণ্ঠ।**
**সেই কণ্ঠে বর্ণনা চলছে।**

নতুন ছায়াটি এল এই রাজ্যে যখন
সে সময় থেকে
দাঁড়িয়ে রয়েছে ঠায় দুয়ারের ধারে
বাহুর আড়ালে ধরা শিরস্ত্রাণ
নিজের মূর্তির মত ঠিক,
অন্যসব ছায়া যারা নতুন এসেছে
তারা বেঞ্চে উবু হয়ে অপেক্ষা করছে
যেমন অপেক্ষা ক'রে ছিল তারা সৌভাগ্যের কখনো মৃত্যুর
সরাইয়ে অপেক্ষা ক'রে ছিল যেমনি রঙীন সুরার
যেমনি ঝর্ণার পাশে প্রেমিকের, রণক্ষেত্রে আদেশের কারো।
কিন্তু এই নতুন ছায়াটি ?
মনে হয় এখনো শেখেনি
অপেক্ষা কেমন ক'রে করে !

লুকুল্লুস

হা ঈশ্বর ! এ সবের অর্থ কী বুঝি না
আমি তো দাঁড়িয়ে আছি অপেক্ষা ক'রেই সারাক্ষণ
বিশ্বভুবনের শ্রেষ্ঠ নগরীর কান্না ঐ বাজে
এখনো আমার জন্যে, আর এই এখানে
কেউ নেই, একটিও না, অভ্যর্থনা করতে পারে
এরকম লোক ?
—আমার সে যুদ্ধ শিবিরের
বাইরে অপেক্ষা করত সপ্ত নৃপতি সারাক্ষণ !
নিয়মকানুন কিছু নেই কি এখানে ?

কোথায় লুসুস ?
অন্তত সে বাবুর্চি আমার !
বলতে গেলে খালি হাতে কী যে খাসা খাবার বানাত !
অন্তত একবার যদি তাকেও পাঠাত
দেখা করতে, তা হলেও স্বস্তি পেতাম—
সে ব্যাটাও এসেছে এখানে !
লুসুস, কোথায় তুমি ?
মদের সঙ্গে কচি পাঁঠার মাংস।
কিম্বা কাপাডোসিয়ার খাসা মাংসের কাবাব !
পণ্টাসের গল্‌দা চিংড়ি ভাজা !
তিত্‌কুটি ক্রিজিয়ান বেরিফল কেক !
কোথায় লুসুস তুমি রয়েছ কোথায় ?

খানিক চুপচাপ

আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাওয়া হোক।

আবার চুপচাপ

এসব লোকের সাথে থাকতে হবে নাকি ?

চুপচাপ

প্রতিবাদ করি আমি।
পাঁচ লিজিয়ন সেনা হু'হুশো সাঁজোয়া পোত নিয়ে
ছোট্ট এই আঙুলের তর্জনী সংকেতে
যুদ্ধে নেমে যেত,
প্রতিবাদ করি আমি এ ব্যবহারের।

চুপচাপ

শূণ্যকণ্ঠ

কোনই জবাব নেই। শুধু ঐ প্রতীক্ষার নির্দিষ্ট আসন থেকে আসে
বৃদ্ধা নারীর কণ্ঠ ভেসে।

বৃদ্ধা

কে এলে নতুন ছায়া?
যা কিছু ধাতুর দেখছি তোমার শরীরে
বক্ষত্রাণ শিরস্ত্রাণ ভারি
মনে হয় ক্লান্তিকর খুবই!

লুকুলুস নীরব

ঘাড় বাঁকা করোনা বলছি, পারোনা দাঁড়িয়ে থাকতে সারাক্ষণ—
বস এইখানে, পাশে, আমার তোমার আগে পালা,
অবশ্য নিশ্চিত জানি সবারই পরীক্ষা চলবে খুব কড়া ক'রে
ঠিক করতে কোথায় কে যাবে,
অন্ধকার হেড্সের গহ্বরে, নাকি
ইলিসীয়সুখের প্রান্তরে।
কখনো কখনো
বিচার সংক্ষিপ্ত এত এক পলকে বুঝে নেন বিচারক যারা
এই একটি ওঁরা বলছেন,
নির্দোষ জীবন ছিল ওর
পেরেছিল কাজে আসতে সাথীসঙ্গীদের
মানুষের কাজে আসতে পারাকেই ওরা দেয় মূল্য সব থেকে
বলে তাকে, যাও কর বিশ্রাম এবার।
অবশ্য অন্যেরা আছে, শুনানী তাদের
সারাদিন ধরে চলে, বিশেষত যারা
আয়ু পূর্ণ হবার আগেই
কোন লোককে পাঠিয়েছে এইখানে ছায়ার জগতে।
এখন যে গেছে তার সময় লাগবে না খুব বেশি
নীরিহ রুটির কারিগর;
আর যদি জিজ্ঞেস কর নিজের বিষয়ে

উদ্বিগ্ন তেমন নই, কারণ বিশ্বাস করি আমি
জুরিদের মাঝে আছে সাধারণ লোকজনই বেশি
জানে তারা যুদ্ধের সময় ছিল আমাদের কাছে কত কঠিন সময়
তোমাকে অমার উপদেশ—

থামিয়ে

নিনাদ

তার্তুলিয়া !

বৃদ্ধা

আমাকে ডাকছে ওই ।

~~শূণ্যকণ্ঠ~~

যত ভাল পার দিও জেরার উত্তর ।

শূণ্যকণ্ঠ

একগুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে আগন্তুক চৌকাঠের পরে
কিন্তু তার সাজসজ্জা, পোযাকের ভার
নিজের গর্জন
বৃদ্ধা নারীটির মিষ্টি বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ
সব কিছু মিলে মিশে বদলে দিল তাকে ।
যাই হোক, অবশেষে বেঞ্চে বসতে অগ্রসর হবে এমনি কালে
ভিতরের থেকে এল ডাক তার ।
বৃদ্ধা নারীটির দিকে একটি পলক চোখ ফেলে
বিচার সমাপ্ত করল বিচারকারীরা ।

নিনাদ

লাকাল্লেস !

লুকুল্লুস

লুকুল্লুস আমি !
সেনাপতি, রাজনীতিবিদদের বিখ্যাত বংশের ছেলে, অথচ এখানে
আমাকে চেনে না এরা কেউ ?

শুধুই বস্তিতে

বন্দরে ও সৈনিকের সরাইখানায়
না-মাজা দাঁতের ফাঁকে, অমার্জিত গাঁজলা ওঠা মুখে
লাকাল্লেস নামে ডাকত ওরা ।

লাকান্সেস !

আবারো ডাকল ওই নামে !
এশিয়া করেছে জয় যে-মানুষ বাহুবলে
উন্মুলিত যে করেছে সপ্তনৃপতিকে
ধনেরত্নে যে ভরেছে রোমনগরীকে—
ডাকল ফের এমনি লোককে অবজ্ঞা মেশানো নগ্ন বস্তির ভাষায় !
রাত নামে রোমে
এখন বসেছে রোম শ্রাদ্ধ ভোজে, জাঁকজমক লাঞ্ছিত বাসরে
নিজেকে হাজির করে লুকুল্লুস, এমনিকালে
সর্বজয়ী সেনাপতিবীর
ছায়ারাষ্ট্রে, শীর্ষ আদালতে ।

## দৃশ্য ৭

## জামিন

আদালত-ঘোষক

ছায়ারাষ্ট্রে শীর্ষ আদালতে
নিজেকে হাজির করে লাকাল্লেস নামে এক
সৈনিকপ্রধান
নিজেকে যে বলে লুকুল্লুস।
মৃতের বিচারপতি সভার প্রধান, আর
তার সাথে সহযোগী জুরি পাঁচজন
একজন কৃষক প্রাক্তন,
ভূতপূর্ব ক্রীতদাস—শিক্ষকের পেশা ছিল এমনি একজন
বিগত জন্মের এক মাছউলি স্ত্রীলোক
একজন ওজন্মের রুটিওলা
আর এক রাজনটী লুপ্ত সেই বিগত জন্মের
জেরা করে এরা সব।
উঁচু এক বেঞ্চে ব'সে এরা
হাত নেই নিতে পারে, মুখ নেই যাতে পারে খেতে
জাঁকজমকবিশালত্বে নেই সাড়া, দীর্ঘকাল নিভে যাওয়া আঁখিতারাগুলি
অকলঙ্ক অবিচল ন্যায়ধর্মী
অনষ্ট সে আগামীর পূর্বপুরুষেরা!
মৃতের বিচারপতি করলেন শুধু
শুনানী মামলার।

মৃতের বিচারপতি

ছায়াধারী, তোমার বক্তব্য হবে শোনা
মানুষের মাঝে ছিলে কী রকম এবার হিসাব দেবে তার।
সাহায্য করেছ তাকে, না তুমি করেছ ক্ষতি তার
তোমার হবে কি স্থান ইলিসীয় পুণ্যপ্রান্তরে?

তোমার জামিন চাই এক।

ইলিসীয় পুণ্যক্ষেত্রে আছে সে রকম?

লুকুল্লুস

মাসিডন-অধিপতি মহাবীর আলেক্‌জাণ্ডার

তার নাম করি আমি

আমার কীর্তির পক্ষে কথা বলবার

যোগ্য লোক তিনি।

নিনাদ

ইলিসীয় প্রান্তরের উদ্দেশ্যে হাঁক পাড়ে

আলেক্‌জাণ্ডার নামে আছো কেউ?

খানিক চুপচাপ

আদালত-ঘোষক

যাকে ডাকা হল তার জবাব মিলছেনা।

নিনাদ

ইলিসীয় পুণ্যক্ষেত্রে

আলেক্‌জাণ্ডার নামে কেউ নেই।

মৃতের বিচারপতি

ছায়াধারী, তোমার সে যোগ্য লোক

এখানে অচেনা।'

সেই বীর! আলেক্‌জাণ্ডার

এশিয়া-ভারতভূমি সুবিস্তৃত ভূমণ্ডলজয়ী

অবিস্মরণীয় সেই নাম!

চিরস্থায়ী পদচিহ্ন আঁকলেন পৃথিবীর মৃত্তিকার 'পরে

সেই বীর! সে মহানায়ক—

মৃতের বিচারপতি

এখানে অচেনা।

খানিক চুপচাপ

অসুখী মানব! বড় বড নাম
এখানে জাগায় না ত্রাস,
এখানে পারে না তারা ভয় দেখাতে আর,
তাদের মুখের বাক্য যত
এখানে তা মিথ্যা মনে হয়,
তাদের যা কিছু ছিল কাজ
এখানে পায় না মূল্য,
এবং তাদের নামডাক
বোঝায় যে, ওখানে আগুন ছিল ক্রোধ-লালসার,
তোমার ও আচরণে প্রকাশিত, ছায়া;
প্রতিপত্তিশালী কাজ তোমার নামের সঙ্গে জড়ানো রয়েছে,
কিন্তু প্রতিপত্তিশালী সাহসিক কাজ
এখানে অচেনা।

লুকুল্লুস

তা হলে প্রস্তাব করি আমার যে-স্মৃতিসৌধ' পরে
আমার বিজয়বার্তা-সুগ্রথিত চালচিত্র আছে
তাই নিয়ে আসা হোক
কিন্তু কি করে আনা হবে?
ক্রীতদাস যারা, তারা চালচত্র টানে
অবশ্যই প্রবেশ নিষেধ
এ-পুরীতে জীবিতের!

মৃতের বিচারপতি

ক্রীতদাসদের ক্ষেত্রে নয়।
মৃত থেকে এত অল্প পৃথক যে তারা

আসলে তারা যে বেঁচে আছে
একথা কঠিন খুব বলা।
ক্রীতদাসদের কাছে
ওপরের জীবিত জগত আর
এই নিচে ছায়াধর রাষ্ট্রের ভিতরে
পদক্ষেপ খুবই ছোট্ট সংক্ষেপিত।
চালচিত্র
নিয়ে আসা হোক এইখানে।

## দৃশ্য ৮

## অলঙ্কৃত চালচিত্র

### শূন্যকণ্ঠ

ক্রীতদাস ওরা
ঠেলাঠেলি দেয়ালের ধারে
চালচিত্র কোথায় যাবে, অবশেষে স্বর
দেয়ালের মধ্য দিয়ে কথা বলে ওঠে।

### আদালত-ঘোষক

এসো তোমরা সব।

### শূন্যকণ্ঠ

একটি কথায় বদলে ছায়া হল
টেনে নিয়ে চলে ওরা বোঝা
দেয়ালের মধ্য দিয়ে লতাকুঞ্জবীথিপথ ধরে!

### ক্রীতদাসদের মিলিত কণ্ঠ

জীবনের থেকে আমরা মৃত্যুর ভিতরে
বোঝা টেনে নিয়ে যাই বিনাপ্রতিবাদে।

আমাদের দিন গেছে দীর্ঘকাল থেমে
আমাদের পথ-ভ্রমণের শেষ লক্ষ্য অচেনা।
নতুন কণ্ঠের পিছে তাই চলি পুরোনোরই মত,
আর কেন প্রশ্ন মিছে তোলা?
কিছুই পিছনে নেই, আমরা কিছু করিনা কামনা!

আদালত-ঘোষক

তাই ওরা দেয়ালের মধ্য দিয়ে চলে যায়
কিছুই পারে না টেনে রাখতে ওদের কিছু পারে না
এই দেয়ালও পিছে রাখতে টেনে
বোঝা নিয়ে রাখে ওরা নিচে
ছায়াধরদের রাষ্ট্রে সর্বশীর্ষ বিচারালয়ের
সামনে ওরা চালচিত্র করে অবনত।
মৃতের জুরিরা দেখ, চালচিত্রে রয়েছে খোদিত
বন্দী রাজা বিষণ্ণ মলিন চোখ মুখ
অদ্ভুত চোখের ভাষা রাণী, উদ্দীপক উরু দুটি তার,
চেরি গাছ বয়ে নেওয়া একটি লোক, চেরি ফল মুখে দেখছ যার,
স্বর্ণ দেবতা বয়ে নিয়ে যায় দুটি ক্রীতদাস
অতিশয় মোটা যে দেবতা,
প্রস্তর ফলক হাতে ছোট্ট দুটি মেয়ে
তিপ্পান্নটি শহরের নাম লেখা যে প্রস্তর গায়ে।
মুমূর্ষু সৈনিক অভিবাদন করছে তার সেনানায়কেরে
মাছ হাতে একটি পাচক।

মৃতের বিচারপতি

এরা কি তোমার সাক্ষী, ছায়াধর?

ওরাই, কিন্তু কথা কি করে বলবে?
ওরা তো পাথর, বোবা!

### মৃতের বিচারপতি

আমাদের কাছে নয়, কথা বলবে ওরা
প্রস্তুত তোমরা সব প্রস্তরিত ছায়ামূর্তি
বল তোমরা প্রস্তুত সাক্ষ্যদানে, আকারধারীরা ?

### চালচিত্রে খোদিত মূর্তিদের মিলিত স্বর

আমরা মূর্তি, বৃথা উৎসর্গের থেকে উঠে আসা শিলীভূত ছায়া,
একদিন ছিলাম আমরা ওপরের দিনের আলোকে,
কথা বলা অথবা না বলা
নিয়তিতে বাঁধা ছিল সেই দিন ;
তারপর একদিন বিজয়ীর আদেশেই নিয়তিতে বাঁধা
এঁকে তুলতে বিজিতের মুখ,
দস্যুতা কেড়েছে যার শ্বাস, আর
মুখ থেকে কেড়ে নেওয়া হল যার ভাষা,
ভুলে যাওয়া হল যাকে পুরো—
আজকের কথা বলা অথবা না বলা
আমাদের ইচ্ছার অধীন।

### মৃতের বিচারপতি

ছায়াধর, তোমার সে মহত্ত্বের সাক্ষীরা প্রস্তুত আজ
সাক্ষ্যদানে আমাদের সবার সামনে।

## দৃশ্য ৯

## শুনানী

আদালত-ঘোষক

সেনাপতি কাছে আসে
রাজাকে নির্দেশ করে বলে :

লুকুল্লুস

ওই ওকে দেখছ তোমরা জয় করেছি ওকে
প্রতিপদ পূর্ণিমার মাঝখানে গুটিকয় দিন
তারই মাঝে উচ্ছেদ করেছি
রথ-অশ্বারোহীপূর্ণ সেনাবাহিনীকে,
কয়েকটি দিনেই
সাম্রাজ্য গুঁড়োল তার টুকরো টুকরো বজ্রাহত কুঁড়ে
পালাচ্ছে এমনি কালে রাজ্যের সীমান্তে ছুটে ধরে ফেলি ওকে
যুদ্ধের সে কয়েকটি দিনেই
সাম্রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে আমরা ছুটে গেছি একত্রে দুজনে।
অভিযান সংক্ষিপ্ত এতই
বাবুর্চি আমার একটি 'হ্যাম'
শুকোতে টাঙিয়েছিল, যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে দেখি
শুকোয়নি তখনো
'আর আমি যে-সাতটিকে করেছি সাবাড়
এ মোটে একটি মাঝে তার।

মৃতের বিচারপতি

সত্য রাজা ?

রাজা

সত্য !

মৃতের বিচারপতি

জুরিদের কি বলবার আছে ?

আদালত-ঘোষক

ছায়ামূর্তি ক্রীতদাস, শিক্ষক যে ছিল একদিন
বিষণ্ণ গম্ভীর স্বরে সামনে ঝুঁকে বলে :

শিক্ষক

কী করে ঘটল ?

রাজা

শুনলে তো আক্রান্ত হয়েছি আমরা সব।
কাটতে কাটতে ধান
কৃষক দাঁড়িয়েছিল কাস্তে হাতে তার
অর্ধশস্যপূর্ণ গাড়িটিকে
নিয়ে যাওয়া হল এমনি কালে।
রুটিওলা সেঁকছে পাউরুটি
অচেনা হাতেরা তাই কেড়ে নিল
পরিপূর্ণ সেঁকার আগেই।
সত্য বটে, বজ্র ভেঙে গুঁড়িয়েছে কুঁড়ে
এই বজ্র সেই।

শিক্ষক

আর তোমরা ছিলে সাতজন ?

রাজা

আমি তার অন্যতম মোটে।

খানিক চুপচাপ

আদালত-ঘোষক

এর পর ছায়ানারী একদিন ছিল যে নর্তকী
প্রশ্ন করে ওঠে :

াজনটী

াণী, তুমি এখানে কি করে এলে ?

রাণী

়কদিন আমি নিরত ছিলাম স্নানে
নিরত ছিলাম সখীবেষ্টিত ভিয়েন-এ
অজ্ঞাত ওরা সংখ্যায় পঞ্চাশ
পলকে নেমেই অলিভ বৃক্ষ ছেড়ে
আমাকে বিজিত করে।

অস্ত্র আমার ছিল শুধু এক স্পঞ্জ
আশ্রয় ছিল স্বচ্ছ জলের ধারা
সেই বর্মই ঢাল ছিল রক্ষার
অতিসংক্ষেপই আত্মরক্ষা তার
বিজিত হলাম আমি।

ভয়ে তাকালাম চারপাশে চোখ মেলে
ভয়ার্তস্বরে ডাকলাম দাসীদের
দাসীরা ডাকল ঝোপঝাড় থেকে কাছে
চিৎকার করে ভয়ে হল তারা সারা
লাঞ্ছিত সব জন।

রাজনটী

বিজয়মিছিলে কেন আছ ?

রাণী

হায় ! তার ঐ বিজয়চিহ্ন বইতে।

রাজনটী

কিসের বিজয় ? তোমার ওপরে তার ?

রাণী

আর তার সাথে রূপবতী ভিয়েনের।

রাজনটী

বিজয় বলছ কাকে ?

রাণী

পারেনি তো রাজা পারেনি আমার স্বামী
ধনসম্পদ বাঁচাতে
পারেনি বাঁচাতে সমগ্র তার সেনাবাহিনীকে নিয়ে
অবাক সে রোম থেকে।

আদালত-ঘোষক

মৃতের জুরিরা শুনলে রাণীর সাক্ষ্য
কর তা বিচার।

খানিক চুপচাপ

মৃতের বিচারপতি তারপর
সেনানায়কের দিকে ঘুরে বসে বলে উঠলেন :

মৃতের বিচারপতি

তোমার বলার আছে কিছু ছায়াধর ?

লুকুল্লুস

অবশ্যই অছে।
লক্ষ্য করেছি আমি বিজিতের কণ্ঠ কী মধুর।
লক্ষ্য করেছি আমি, অবশ্য একথা জানি আমি
একদিন ছিল তা কর্কশ
এই যে রাজা বলতে চাই আমি,
যে জয় করেছে তোমাদের
সহানুভূতি, সে একদিন
যখন ক্ষমতাশালী ছিল, ছিল সে মমতাহীন সবিশেষ।
পাওনাগণ্ডা বুঝে নিতে খাজনাপাতি আদায় করতে

যেত না আমার তুলনায়
একটুও পিছিয়ে।

নগর নগরী তার

যা নিয়েছি কেড়ে, সবই কিছু
হারায়নি নিজের কিছুই,
অথচ করেছে রোম লাভ
তিপ্পান্ন শহর।
ধন্যবাদের যোগ্য আমি।

প্রস্তর-ফলকসহ দুটি বালিকা

রাস্তা ও জনতা আর বাড়িঘর সহ
মন্দির ও জলাধার বুকে নিয়ে
নিসর্গের গর্ভ থেকে আমরা জেগেছি একদিন
আজ শুধু সে সবের নাম লেখা প্রস্তরফলকে।

আদালত-ঘোষক

আর ঐ ছায়ামূর্তি একদা যে ছিল রুটিওলা
বিষন্ন গম্ভীর কণ্ঠে সামনে ঝুঁকে বলে :

রুটিওলা

কি করে হল তা ?

প্রস্তর-ফলকসহ দুটি বালিকা

একদা দুপুরে এক কোলাহল ভীষণ গর্জনে ভেঙে পড়ে
রাস্তায়, ভাঙল বন্যায়
ঢেউ তার মানুষেরা, দীর্ণ সে বন্যায়
আমাদের সব কিছু, বস্তু সব, বয়ে নিয়ে গেল ; সন্ধ্যায়
একটি ধোঁয়ার কুণ্ডলী রইল পড়ে
চিহ্ন রাখতে এখানে শহর ছিল একদিন।

রুটিওলা

কী সে বয়ে নিয়ে গিয়েছিল ? বন্যা যে পাঠিয়েছিল
সেই লোক ?
রোমকে তেপ্পান্ন নগরী উপহার
দিয়েছিল
এই কথা যে বলেছে
সেই লোক
বয়ে নিয়ে গিয়েছিল কি কি ?

আদালত-ঘোষক

সঙ্গে সঙ্গে ক্রীতদাস ছিল যারা বলে ওঠে কথা,
স্বর্ণ দেবতা বয়ে এনেছিল যারা
কাঁপতে শুরু করে তারা, কাঁপতে কাঁপতে চিৎকার
করে বলে ওঠে।

ক্রীতদাসগণ

কোনদিন সুখী, আজ মালটানা বলদের থেকেও সস্তা
লুট করা জিনিস বইতে, আমরাই সে লুট করা জিনিস
সেই আমাদের বেঁধে বয়ে নিয়ে এল।

প্রস্তর-ফলকসহ দুটি বালিকা

সে তিপ্পান্ন নগরীর নির্মানকারীরা, ওরা ওই।
যে নগরে আজ শুধু বাকি রইল নাম আর ধোঁয়া

লুকুল্লুস

হ্যাঁ, আমি এনেছি বয়ে ক্রীতদাসদের
দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার
শত্রু ছিল একদিন—
আজ তারা শত্রু কেউ নয়।

ক্রীতদাসগণ

একদিন মানুষ ছিল যারা
আজ তারা মানুষ কেউ না।

লুকুল্লুস

আর তার সাথে বয়ে এনেছি তাদের দেবতাকে
সমস্ত পৃথিবী যাতে মেনে নেয়
আমাদের দেবতারা অন্যসব দেবতার চেয়ে
অধিক মহৎ।

ক্রীতদাসগণ

আর সেই দেবতাও খুবই বেশি আদর পেয়েছে
কারণ তা সোনায় বানানো আর ওজনে তিনমণ
এবং আমরা যারা আমাদের দাম
সোনার ওজনে হয়ত হতে পারে কয়েকটি মোহর

আদালত-ঘোষক

এরপর ছায়াধারী মূর্তি রুটিওলা
রুটিওলা সমুদ্রনগরী মার্সিলার
শান্তভাবে সামনে ঝুঁকে বলে :

রুটিওলা

তোমার হিসাবে আমরা তোমার জমার ঘরে
একটি কথা লিখে নিই তবে
'সোনা বয়ে এনেছে সে রোমে।'

আদালত-ঘোষক

শুনলে লুপ্ত নগরীর জবানবন্দী
বিবেচনা কর তা জুরিরা।

মৃতের বিচারপতি

আসামীকে ক্লান্ত মনে হয়
বিশ্রাম ঘোষণা করি তাই।

## দৃশ্য ১০

### ফিরে আসে রোম

আদালত-ঘোষক

বিচারক যারা চলে যায়,
আসামী বসল নিচে।
দরজার খুঁটির পাশে ঘাড় গুঁজে
বসে ঠেস দিয়ে।
পরিশ্রান্ত, নিঃশেষিত, কানে তার আসে
ওপাশের আড়ালের স্বর
যেখানে নতুন ছায়াধর
কিছু এসে গেছে।

জনৈক ছায়াধর

হা কপাল,
গোরুর গাড়িই হল অবশেষে কাল।

লুকুল্লুস

নরম গলায়

গোরুর গাড়িই হল কাল!

নতুন ছায়াধর

বালির বস্তা বইছিল
পাকা বাড়ি
বানাবে কোথায় !

লুকুল্লুস

নরম গলায়

বালির বস্তা ! পাকা বাড়ি !

অন্য ছায়াধর

এখন কি
খাবার সময় ?

লুকুল্লুস

নরম গলায়

খাবার সময় ?

প্রথম ছায়াধর

রুটি ও পিয়াজ সঙ্গে
এনেছি
আমার নেই
ঘর কোনো আর
ক্রীতদাস
সর্বত্র ছড়ানো
আকাশের নিচে যত
স্থান
আছে
সবখান থেকে এসে
দলবদ্ধভাবে

জুতোর ব্যবসা ওরা
মাটি করে দিল।

দ্বিতীয় ছায়াধর

আমিও ছিলাম ক্রীতদাস
বরং বললে
ঠিক হবে
ভাগ্যবান ভাগ্যহারা হল
অভাগার দলে পড়ে, তবে।

লুকুল্লুস
খানিক জোরে

ওপরে বাতাস আছে ?

দ্বিতীয় ছায়াধর

চুপ কর
কেউ কোনো
প্রশ্ন করছে।

প্রথম ছায়াধর
উচ্চকণ্ঠে

ওপরে বাতাস আছে ?
হয়ত আছে !
হয়ত বাগানে।
তুমি তা পাবে না টের
দমবন্ধ
গলিমুখে বসে।

## দৃশ্য ১১

## শুনানী

### আদালত-ঘোষক

জুরিরা ফিরল।
শুনানী আবার শুরু হল।
একদিন মাছউলি আজকের ছায়াময়ী জুরি
বলে উঠল কথা।

### মাছউলি

হচ্ছিল সোনার কথা
আমিও তো রোমেই ছিলাম।
কিন্তু পড়েনি চোখে একদানা যেখানে ছিলাম সেইখানে।
জানতে ইচ্ছা কোথায় তা গেছে।

### লুকুল্লুস

অদ্ভুত কথা তো!
মাছউলির জন্যে তবে নতুন রাজ্যজয়ে
বেরুনো উচিত ছিল, সেনাদল নিয়ে?

### মাছউলি

যদিও আনোনি কিছু মাছের বাজারে
মাছের বাজার থেকে নিয়ে গেছ ঢের
নিয়ে গেছ আমাদের ছেলেদের সব।

### আদালত-ঘোষক

ছায়াময়ী জুরি বলছে এইবার
চালচিত্রে গ্রথিত যত যোদ্ধাদের দিকে চোখ ফেলে।

### মাছউলি

বল কি হয়েছে যুদ্ধে তোমাদের?

প্রথম যোদ্ধা

পালাচ্ছিলাম দৌড়ে।

দ্বিতীয় যোদ্ধা

জখম হয়ে প'ড়ে ছিলাম।

প্রথম যোদ্ধা

ওকে কাঁধে তুলে নিয়ে গেছি।

দ্বিতীয় যোদ্ধা

ফলে ও-ও পড়ে গেছে।

মাছউলি

রোম থেকে গেলে কেন?

প্রথম যোদ্ধা

পেতাম না খেতে।

মাছউলি

যুদ্ধে গিয়ে কি পেয়েছ?

দ্বিতীয় যোদ্ধা

কিছুই পাইনি।

মাছউলি

হাত তুলে আছ কেন?
সেলাম করছ বুঝি ওকে?

দ্বিতীয় যোদ্ধা

ওকে আমি বলতে চেয়েছি
এ হাত তখনো ফাঁকা।

লুকুল্লুস

মিথ্যা কথা।
প্রতিটি সৈনিককে আমি
পুরস্কৃত করেছি, প্রতিটি
বিজয়ের শেষে।

কিন্তু যারা মারা গেছে, তাদের করোনি।

লুকুল্লুস

একথারও প্রতিবাদ করি।
যারা যুদ্ধ বোঝে না তেমন লোক কেন
যুদ্ধের বিচার করতে আসে ?

মাছউলি

যুদ্ধ বুঝি আমি। ছেলে যে আমার
যুদ্ধে মারা গেছে !
ফোরাম বাজারে আমি মাছ বেচতাম।
একদিন শুনলাম জাহাজ লেগেছে ডকে
এশিয়ার যুদ্ধ থেকে ফিরে। দৌড়ে গেলাম
বাজারের থেকে দৌড়ে টাইবারের কাছে
বহুক্ষণ কাটালাম, খালি সব হয়েছে জাহাজ,
সৈন্যদল নেমে যায়
প্রহর প্রহর কেটে যায়
সন্ধ্যার জাহাজগুলি খালি হল একটি একটি করে,
কোনোটির থেকে
নামল না ছেলেটি আমার।
সমুদ্রের ধারে ছিল কী দারুণ ঠাণ্ডা, সেই রাতে
পড়লাম জ্বরে আর জ্বরের ঘোরেও
ছেলেকে চাইলাম আমি, চাইতে চাইতে তাকে
আরো বেশি চাইতে চাইতে ঠাণ্ডায় শীতল
মারা গেছি, তারপর এখানে এসেছি এই
ছায়ারাজ্যে দেখছ এই তোমাদের মাঝে,
আমি আজো তাকে চাই
ফেবার আমার খোকা, বাপরে আমার
তোকে আমি পেলেছি, পুষেছি বুকে করে

ফেবার আমার খোকামণি।
দৌড়ে গেছি আমি এক ছায়া থেকে আর একটি ছায়ায়
ছায়ায় ছায়ায়
ফেবারের নাম ধরে ডেকে, কেঁদে ফিরে
চিৎকারে বাতাস পুরে, অবশেষে দারোয়ান এক
মৃত যত যোদ্ধাদের শিবিরের ধারে,
হাত ধরে থামিয়ে বলল, শোন কথা
বৃদ্ধা কেন কাঁদ, আছে অনেকই ফেবার এইখানে
অনেক মায়ের ছেলে, অনেক গভীর দুঃখে ভরা,
কিন্তু তারা নাম ভুলে গেছে
নাম নিজেদের
যে নাম শুধুই ছিল সৈনিকের দলের মাঝখানে

সারিতে সাজাতে,

এখন তাদের নেই নামের দরকার

এখন তাদের সব মায়েরা চায় না

দেখা করতে নিজেদের ছেলেদের সাথে,
কারণ তারাই যুদ্ধে যেতে দিয়েছিল
সর্বনাশা যুদ্ধে ছেলেদের।
ফেবাররে, খোকারে আমার!
উদরে বয়েছি তাকে, পেলেছি পুষেছি যে-খোকাকে
সোনামণি, ফেবার আমার!
দাঁড়িয়ে পড়লাম আমি, হাতের মুঠোর মধ্যে আটকে গেল দৌড়
চিৎকার মিলিয়ে গেল মুখেরই ভিতরে।
নীরবে ফিরলাম আমি, কারণ বাসনা নেই আর
ছেলের মুখের দিকে ফিরে তাকাবার।

আদালত-ঘোষক

মৃতের বিচারপতি
জুরিদের চোখে চান, তারপর ঘোষণা করেন:

মৃতের বিচারপতি

আদালত মেনে নিচ্ছে
মৃতের জননী যুদ্ধ চেনে।

আদালত-ঘোষক

মৃতের জুরিরা শুনলে যোদ্ধাদের জবানবন্দী
কর তা বিচার।

মৃতের বিচারপতি

কিন্তু জুরি-মেয়ে দুঃখে কাবু,
দুর্বল অসাড় হাতে নিক্তি যাবে টাল খেয়ে তার
বিশ্রাম ঘোষণা করি তাই।

# দৃশ্য ১২

## ফিরে আসে রোম

আদালত-ঘোষক

তারপর, আরো একবার
আসামীটি কান পেতে শোনে
দরজার পাশের সব ছায়াদের
কথা ও আলাপ
ফের একটি শ্বাস আসে নেমে
ওপারের জগতের থেকে।

দ্বিতীয় ছায়াধর

দৌড়েছিলে কেন এত?

প্রথম ছায়াধর

খোঁজ করতে। কারণ শুনেছি
টাইবার নদীর পাশে সরাইয়ে সৈনিক নেওয়া হয়,
পশ্চিমে যে বেঁধেছে লড়াই—
এখন সে দেশ হবে জয়,
সে দেশকে বলা হয় গল।

দ্বিতীয় ছায়াধর

ও নাম শুনিনি কোনোকালে।

প্রথম ছায়াধর

ও দেশের নাম জানে শুধু
বড় বড় লোক যারা তারা।

# দৃশ্য ১৩

## শুনানী

আদালত-ঘোষক

হাসল বিচারপতি মাছউলি মায়ের মুখে চেয়ে,
আসামীর দিকে চাইল মুখ ভার করে।

মৃতের বিচারপতি

সময় যাচ্ছে ছুটে, ব্যবহার করছ না তুমি তা,
তোমার বিজয়-গল্পে আমাদের ক্রোধ জাগিও না।
নশ্বর, তোমার কোনো দুর্বলতার
সাক্ষী নেই একজনও ?
তোমার যা কিছু আছে, দেখতে পাচ্ছি মন্দ যাচ্ছে,
সু-কর্ম যদিই কিছু থাকে
মনে হয় কাজে আসবে না।
হয়ত তোমার কিছু দুর্বলতা
রাখতে পারে কোনোখানে একটু আধটু ফাঁক
তোমার প্রচণ্ড হিংস্র কাজের গ্রন্থির মাঝে মাঝে,
ছায়াধর আমি পরামর্শ দিই মনে করতে পার কিনা দেখ
দুর্বলতা কি ছিল তোমার !

আদালত-ঘোষক

একদিন রুটিওলা ছিল সেই জুরি
প্রশ্ন রাখে এমনিকালে :

রুটিওলা

এই যে বাবুর্চি মাছ নিয়ে
চালচিত্রে যাচ্ছে দেখা
মনে হয় খুশি মনে আছে
বাবুর্চি একটি কথা শুধাই তোমাকে
বিজয়মিছিলে তুমি এসেছিলে কেন ?

বাবুর্চি

এমন কি যুদ্ধের সময়ে,
ফাঁকে ফাঁকে,
মাছের খাবার করতে নানান রকম
বুদ্ধি যোগাতেন উনি, এত বড় সেনাপতি যিনি !
—একথা প্রচার করতে বিজয়মিছিলে রয়ে গেছি।
বাবুর্চি ছিলাম তাঁর, মনে পড়ে প্রায়ই
লড়িয়ে মুরগীর মাংসে আর কালো হরিণ-মাংসে
বানাতাম কী খাসা কাবাব !
রান্নার সময় উনি টেবিলের পাশে শুধু বসতেন, তাই না
তারিফ করতেন উনি কখনো বা—
এমন কি নিজ হাতে কখনো বা বানাতেন ডিস
'লুকুল্লুসী মাংস' এই নামডাক ছড়ানোর ফলে
বিখ্যাত হয়েছে এই অধমের রসুইখানাটি,
সিরিয়ার থেকে পণ্টাসে
সবাই একবাক্যে চিনত বাবুর্চিকে তাঁর।

আদালত-ঘোষক

যে-জুরি শিক্ষক ছিল বলল এইবার :

শিক্ষক

আমাদের কি ক্ষতিবৃদ্ধি
লুকুল্লুস খেতে পারত তাতে ?

বাবুর্চি

সে আমাকে রাঁধতে দিত
মনের খুশিতে,—আমি কৃতজ্ঞ
তাইতে।

রুটিওলা

ওকে আমি বুঝতে পারছি,
আমিও ছিলাম রুটিওলা

আমাকে মেশাতে হত প্রায়ই
ময়দার সাথে ভুসি।
আমার খদ্দের সব গরিব ছিল তো!
হয়ত এই তুচ্ছ লোকই
পাকা কারিগর হতে পারত কোনোদিন।

বাবুর্চি

ধন্যবাদ ওঁকে
রাজার পরেই উনি আমাকে দিলেন স্থান
বিজয়মিছিলে
আমার কাজের উনি দিয়েছেন মান
তাই আমি দিই ওঁকে মানুষের দাম।

আদালত-ঘোষক

জুরিরা বিচার কর
বাবুর্চি যা সাক্ষ্য রেখে গেল।

চুপচাপ

আদালত-ঘোষক

এর পর অন্য জুরি, একদিন যে ছিল কৃষক
কথা বলে ওঠে :

কৃষক

ফল গাছ বয়ে আনে চালচিত্রে দেখা যাচ্ছে
এমনি এক লোক।

গাছ-বয়ে-আনা লোক

চেরি গাছ এটি।
এশিয়ার থেকে আনা। বিজয়মিছিলে
আমরা এনেছি বয়ে বরাবর, আমরা লাগিয়েছি
এ্যাপনাইন পর্বতমালার কোলে কোলে।

কৃষক

তাহলে তুমিই লাকাল্লেস

এটিকে এনেছ ?
আমিও তো একবার লাগিয়েছি এই গাছ, অথচ জানিনা
তুমিই করেছ এর প্রবর্তন !

আদালত-ঘোষক

বন্ধুত্বের হাসি তুলে মুখে
যে জুরিটি চাষী ছিল
সেনাপতি ছিল এমনি ছায়ার সংগে
চেরিগাছ নিয়ে কথা বলে।

কৃষক

এতে মাটি লাগে খুব কম।

লুকুল্লুস

হাওয়াও সয়না খুব বেশি।

কৃষক

লাল চেরি ফলে মাংস বেশি।

লুকুল্লুস

কালো চেরি খেতে মিষ্টি।

কৃষক

রক্তমাখা যুদ্ধ এই, তার মাঝে জয় করে আনা যত
কটু স্মৃতি আছে
তার মাঝে, আমি বলি বন্ধুগন,
এই গাছ সবচেয়ে সেরা এক দান !
কারণ এ কচি গাছ বেঁচে রইবে,
আঙুর ফলের ঝোপ, বেরি ফল ঝোপের ভিতরে এই নতুন
গাছটি
আর একটি বন্ধুত্বময় সাথী।
মানুষের বংশধারা বেড়ে যাবে যুগ যুগ ধরে
এই গাছও সাথে সাথে বেড়ে যাবে সমান আগ্রহে
মানুষেরই মুখে ফল তুলে দেবে বলে !

ভালবাসা নাও তুমি, পুব থেকে এই গাছ যে এনেছ বয়ে,
এশিয়ার লুট করা জিনিস সব ক্ষয় হয়ে যাবে কালে কালে,
কিন্তু তোমার যতো নামডাক-চুড়ো দেখতে পাই
তার মাঝে এই গাছ সবচেয়ে সুন্দর মন্দির,
প্রতিটি বছরই ধরবে নতুন শরীর
বেঁচে থাকা মানুষেব কথা মনে রেখে,
প্রতি বসন্তেই তাঁর সাদা সাদা ফুলে ছেয়ে-যাওয়া
ডালপালা দুলে উঠবে কেঁপে
পাহাড়ী হাওয়ার তালে তালে।

## দৃশ্য ১৪

### রায়

আদালত-ঘোষক

লাফিয়ে উঠল জুরি ছায়াময়ী নারী
আগে যে মাছউলি ছিল বাজারের

মাছউলি

রক্তমাখা ছুটি হাতে
এখনো কি পয়সা বাকি আছে ?
লুটের মালের ঘুষে
আদালত বশ করে খুনী ?

শিক্ষক

চেরিগাছ ! চেরিগাছ আনা যেত জয় করে
একটি মানুষে
কিন্তু আশি হাজারটি মানুষ
পাঠিয়েছে এইখানে !

রুটিওলা

একগ্লাশ মদ আর একটুকরো রুটির জন্য
কত দাম দিতে হয় ওপরে ওদের ?

রাজনটী

মেয়েদের সাথে শোবে এই জন্য শুধু
গায়ের চামড়া অবধি বিক্রি করে যাবে লোকে কতকাল
মুছে ফেল স্মৃতি থেকে ওকে।

মুছে ফেল স্মৃতি থেকে ওকে !

রুটিওলা

মুছে ফেল স্মৃতি থেকে ওকে।

আদালত-ঘোষক

এবং তাকায় ওরা কৃষকের দিকে
প্রশংসায় পঞ্চমুখ যে-জুরি   কৃষক
চেরিগাছটির
তাকে ডেকে বলা হয়,
কি তুমি বলতে চাও এরপর ?

কৃষক

মুছে ফেল স্মৃতি থেকে ওকে !
কারণ, সমস্ত তার হিংসা ও বিজয় দিয়ে শুধু
একটি রাজ্যই পাওনা হল আমাদের
ছায়াধরদের রাজ্য এই !

জুরিরা

আর ইতিমধ্যেই
আমাদের বর্ণহীন নিচের জগত
অর্ধেক কাটিয়ে আসা জীবনের ভিড়ে ভরে গেছে।
তবুও এখানে
সমর্থ বাহুর জন্য হাল নাঙল নেই একটি, নেই মুখ ক্ষুধার,
অথচ ওপরে আছে তোমাদের তুটিই অনেক !
বল আমরা ধুলো ছাড়া কি জড়ো করতে পারি
এই আশি হাজারটি জবাইয়ের স্তূপের ওপরে ?
কতকাল আর
তাদের পথের পরে আমরা দেখে যাব
যাদের পথের নেই শেষ কোনোখানে ?
আর কতকাল
তাদের দারুণ প্রশ্ন শুনে যেতে হবে
গ্রীষ্মের, শরতের, শীতঋতুর কী রকম স্বাদ ?

যোদ্ধাদল

স্মৃতির ওপারে ওকে চিরতরে মুছে ফেলে দাও !

আমাদের জীবনের অ-বাঁচা বছর কত গেল
আটকে রাখা জীবনের বছরেরা শেষ হল কত
কী ক্ষতিপূরণ হবে তার ?

আদালত-ঘোষক

চালচিত্র বয়ে আনে ঘামে ভেজা ক্রীতদাস যারা
তীব্রস্বরে বলে ওঠে কথা :

ক্রীতদাসগণ

আমরা ওকে স্মৃতি থেকে একেবারে মুছে ফেলতে চাই !
এই লোক আর এর মত যত লোক
অমানুষের মত আর কতকাল
আমরা যারা মানুষ রয়েছি, রইবে
তাদের ঘাড়ের পরে চেপে ?
তুলবে অলস হাত, সর্বনাশা যুদ্ধে ওরা কতকাল আর
উস্কে দেবে আমাদের নিজেদের মাঝে ?
আর কতকাল
আমরা আর আমাদের মত লোক সইব ওদের ?

সবাই একসঙ্গে

ওকে আর ওর মত যত লোক আছে
সবাইকে চিহ্নহীন করে দাও পৃথিবীর সব স্মৃতি থেকে ।

আদালত-ঘোষক

এবং তারপর ওরা উঠে পড়ে উঁচু বেঞ্চ থেকে
যে দুনিয়া আসবে তাঁর মুখপাত্র ওরা—
যেখানে রয়েছে হাত সংখ্যাহীন যা করে গ্রহণ,
যেখানে রয়েছে মুখ সংখ্যাহীন যা আহার করে,
তীব্র সুখে বেঁচে রইবে এরকম ভাবী দুনিয়াকে
আঁকড়ে ধরতে চায় যারা বুকের ভিতরে
—ওরা সেই দুনিয়ার, মানুষের প্রতিনিধি দল
উঠে পড়ে একসাথে উঁচু বেঞ্চ থেকে ।